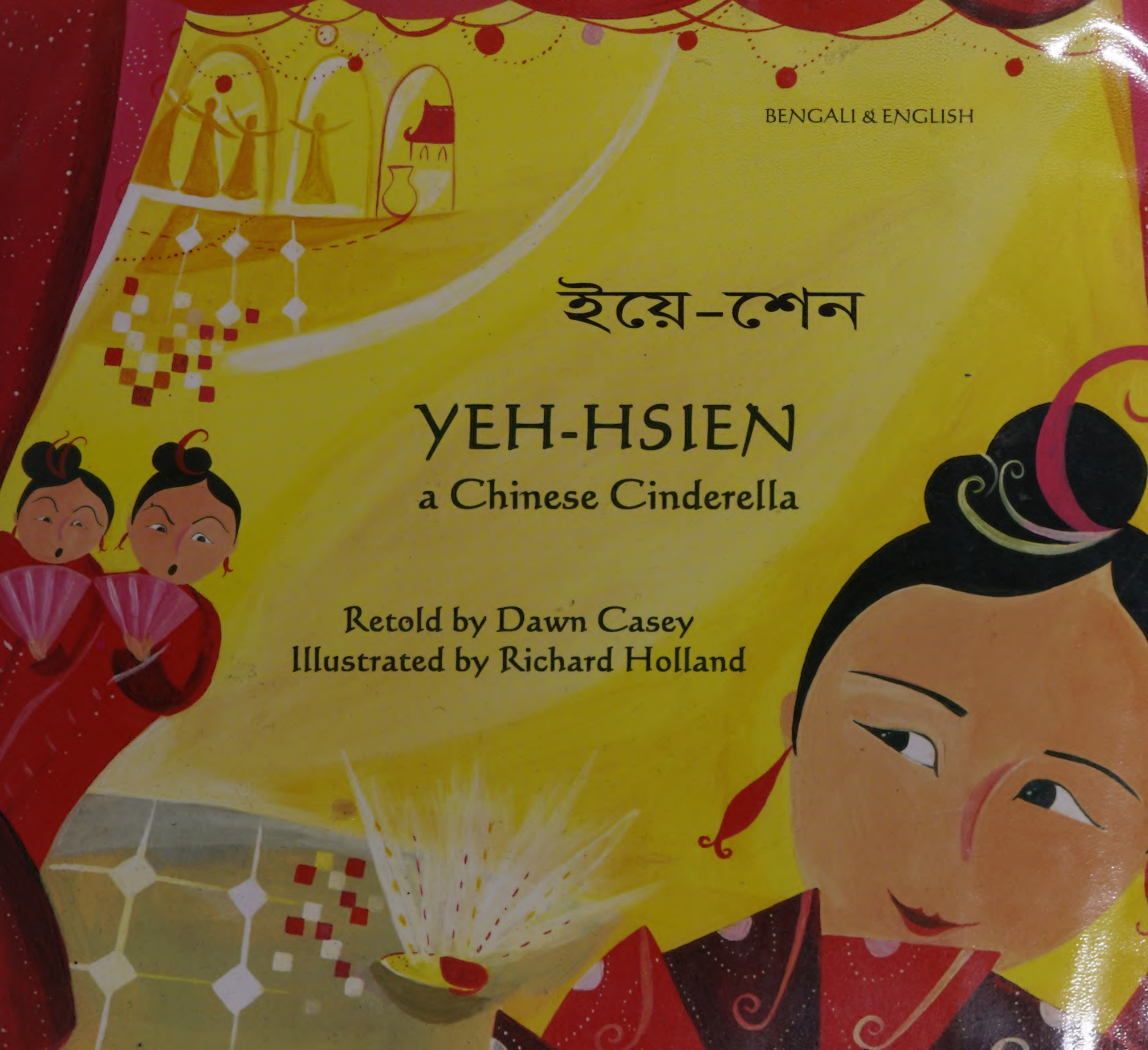

BENGALI & ENGLISH

ইয়ে-শেন

YEH-HSIEN

a Chinese Cinderella

Retold by Dawn Casey
Illustrated by Richard Holland

BARNET LIBRARIES	
30-Apr-2008	PETERS
DLF	

ইয়ে-শেন

YEH-HSIEN

retold by Dawn Casey
illustrated by Richard Holland

Bengali translation by Raihana Mahbub

30131 04297232 0
LONDON BOROUGH OF BARNET

Mantra Lingua

পুরনো পুঁথিতে বলা হয়েছে যে বহু বছর আগে দক্ষিণ চীনে ইয়ে-শেন নামে একটি মেয়ে বাস করতো। ছোট থেকেই সে ছিল বুদ্ধিমতী ও দয়ালু। বড় হতে হতে তার একটা বিরাট দু:খের সামনে পড়তে হয়। তার মা মারা যায় এবং পরে বাবাও। ইয়ে-শেনকে তার সৎমায়ের আশ্রয়ে রাখা হয।

কিন্তু সৎমায়ের নিজের একটি মেয়ে ছিল এবং ইয়ে-শেনের জন্য তার কোন ভালবাসা ছিল না। সৎমা তাকে বিশেষ কিছু খাবার দিত না এবং তাকে পুরনো ও ছেঁড়া পোশাক পড়তে হত। সবচেয়ে বিপজ্জনক জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য ও সবচেয়ে গভীর ডোবা থেকে পানি তুলে আনার জন্য ইয়ে-শেনকে তিনি বাধ্য করেন। ইয়ে-শেনের শুধু একজন বন্ধু ছিল...

Long ago in Southern China, so the old scrolls say, there lived a girl named Yeh-hsien. Even as a child she was clever and kind. As she grew up she knew great sorrow, for her mother died, and then her father too. Yeh-hsien was left in the care of her stepmother.

But the stepmother had a daughter of her own, and had no love for Yeh-hsien. She gave her hardly a scrap to eat and dressed her in nothing but tatters and rags. She forced Yeh-hsien to collect firewood from the most dangerous forests and draw water from the deepest pools.
Yeh-hsien had only one friend...

একটি ছোট্ট মাছ, লাল পাখনা ও সোনালী চোখের। অন্ততঃ ইয়ে-শেন প্রথম যখন তাকে পায় সে খুব ছোট ছিল। কিন্তু খাবার ও যত্ন দিয়ে সে মাছটিকে পুষ্ট করে এবং শীঘ্রই সে একটা বিশাল আকার ধারণ করে। যখনই সে পুকুরে মাছটি দেখতে যেত তখন মাছটি পানির উপরে মাথা তুলতো ও পুকুর পাড়ে ইয়ে-শেনের পাশে মাথা রাখতো। তার এই গোপন কথা কেউ জানত না। তারপর একদিন সৎমা তার নিজের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চালের কণা নিয়ে ইয়ে-শেন কোথায় যায়?"
"তুমি কেন তাকে অনুসরণ কর না?" মেয়ে তার মাকে প্রস্তাব দিল, "আর খুঁজে বের কর।"

কাজেই সৎমা পানিতে গজানো কিছু লম্বা ঘাসের পিছনে অপেক্ষা করতে লাগলেন ও দেখতে থাকলেন। ইয়ে-শেনকে যেতে দেখেই তিনি জোরে তার হাত ডোবার পানিতে ডুবিয়ে দিলেন এবং সজোরে আঘাত করলেন। "মাছ! ওহ মাছ!" তিনি গান গেয়ে উঠলেন। কিন্তু মাছটি নিরাপদে পানির নীচেই থেকে গেল। "তুচ্ছ প্রাণী," সৎমা অভিশাপ দিলেন। "আমি তোমাকে ধরবোই..."

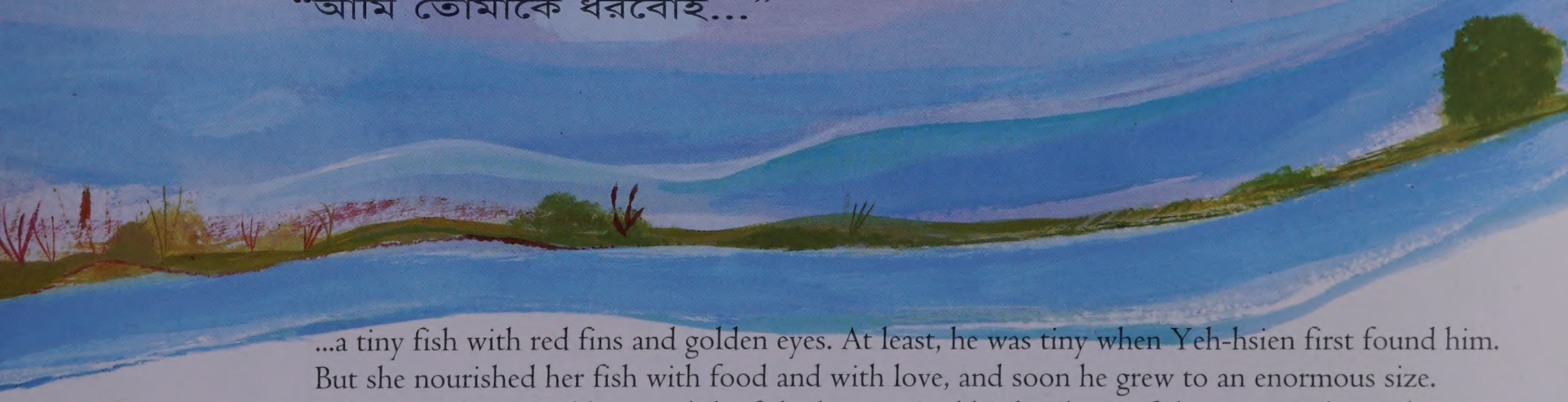

...a tiny fish with red fins and golden eyes. At least, he was tiny when Yeh-hsien first found him. But she nourished her fish with food and with love, and soon he grew to an enormous size. Whenever she visited his pond the fish always raised his head out of the water and rested it on the bank beside her. No one knew her secret. Until, one day, the stepmother asked her daughter, "Where does Yeh-hsien go with her grains of rice?"
"Why don't you follow her?" suggested the daughter, "and find out."

So, behind a clump of reeds, the stepmother waited and watched. When she saw Yeh-hsien leave, she thrust her hand into the pool and thrashed it about. "Fish! Oh fish!" she crooned. But the fish stayed safely underwater. "Wretched creature," the stepmother cursed. "I'll get you..."

“তুমি কি কঠোর পরিশ্রম করো নি!” সেদিনের পরে সৎমা ইয়ে-শেনকে বল্লেন। “তুমি একটি নতুন পোশাক পাওয়ার যোগ্য।” এবং তিনি ইয়ে-শেনকে ওর পুরনো আর ছেঁড়া কাপড় বদলে নিতে বল্লেন। “এখন যাও আর ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি ফেরার দরকার নেই।”

ইয়ে-শেন যাওয়ামাত্র সৎমা ছেঁড়া পোশাক পড়ে নিলেন এবং তাড়াতাড়ি পুকুরের দিকে চল্লেন। জামার হাতার নীচে একটি চাকু লুকিয়ে নিয়ে গেলেন।

“Haven’t you worked hard!” the stepmother said to Yeh-hsien later that day. “You deserve a new dress.” And she made Yeh-hsien change out of her tattered old clothing. “Now, go and get water from the spring. No need to hurry back.”

As soon as Yeh-hsien was gone, the stepmother pulled on the ragged dress, and hurried to the pond. Hidden up her sleeve she carried a knife.

মাছটি ইয়ে-শেনের পোশাক দেখলো এবং ক্ষণিকের মধ্যে পানির উপর মাথা তুললো। পরক্ষণেই সৎমা তার ছোরা ঢুকিয়ে দিলেন। বিরাট শরীর পুকুরের বাইরে এসে পড়ল এবং পাড়ে ধপাস্ করে এলিয়ে পড়ল। মারা গেল।

"মজাদার," বিদ্বেষপুর্ণভাবে বলে উঠলেন যখন তিনি রান্না করলেন ও ঐ রাতে সবাইকে খেতে দিলেন। "সাধারণ মাছের চেয়ে এটা দ্বিগুণ স্বাদের।" এবং সৎমা ও তার মেয়ে দুজনে মিলে ইয়ে-শেনের বন্ধুর শেষ অংশটুকু পর্য্যন্ত খেয়ে নিল।

The fish saw Yeh-hsien's dress and in a moment he raised his head out of the water. In the next the stepmother plunged in her dagger. The huge body flapped out of the pond and flopped onto the bank. Dead.

"Delicious," gloated the stepmother, as she cooked and served the flesh that night. "It tastes twice as good as an ordinary fish." And between them, the stepmother and her daughter ate up every last bit of Yeh-hsien's friend.

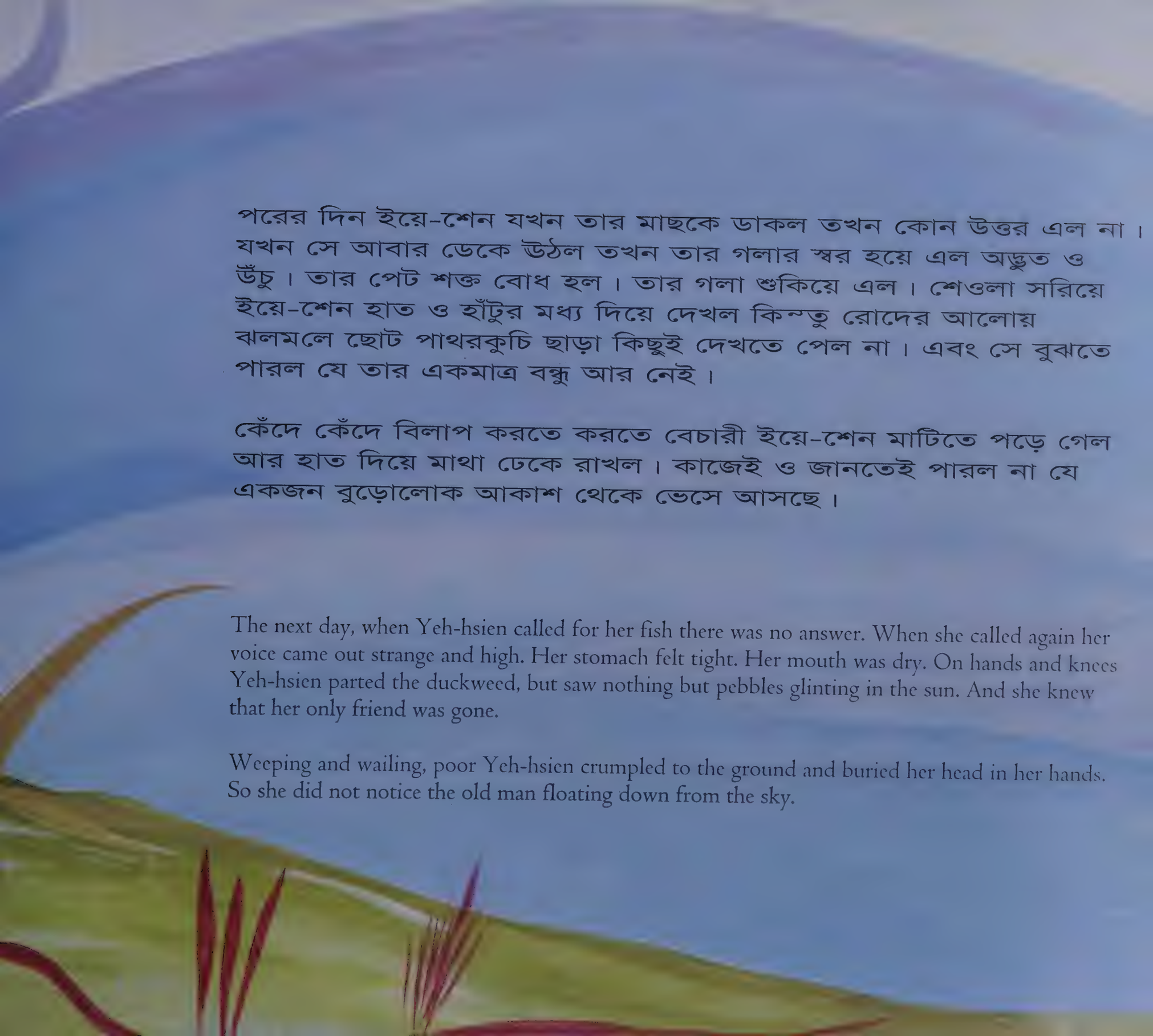

পরের দিন ইয়ে-শেন যখন তার মাছকে ডাকল তখন কোন উত্তর এল না। যখন সে আবার ডেকে উঠল তখন তার গলার স্বর হয়ে এল অদ্ভুত ও উঁচু। তার পেট শক্ত বোধ হল। তার গলা শুকিয়ে এল। শেওলা সরিয়ে ইয়ে-শেন হাত ও হাঁটুর মধ্য দিয়ে দেখল কিন্তু রোদের আলোয় ঝলমলে ছোট পাথরকুচি ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। এবং সে বুঝতে পারল যে তার একমাত্র বন্ধু আর নেই।

কেঁদে কেঁদে বিলাপ করতে করতে বেচারী ইয়ে-শেন মাটিতে পড়ে গেল আর হাত দিয়ে মাথা ঢেকে রাখল। কাজেই ও জানতেই পারল না যে একজন বুড়োলোক আকাশ থেকে ভেসে আসছে।

The next day, when Yeh-hsien called for her fish there was no answer. When she called again her voice came out strange and high. Her stomach felt tight. Her mouth was dry. On hands and knees Yeh-hsien parted the duckweed, but saw nothing but pebbles glinting in the sun. And she knew that her only friend was gone.

Weeping and wailing, poor Yeh-hsien crumpled to the ground and buried her head in her hands. So she did not notice the old man floating down from the sky.

যেন একটা নিঃশ্বাসের বাতাস তার কপাল ছুঁয়ে গেল, আর কান্নাভেজা লাল চোখ তুলে ইয়ে-শেন তাকাল। বুড়ো লোকটি নীচের দিকে তাকালেন। তাঁর চুল ছিল খোলা, পরনের কাপড় ছিল অমসৃন ও মোটা কিন্তু তাঁর চোখে ছিল স্নেহ।

"কেঁদো না," তিনি শান্ত স্বরে বল্লেন। "তোমার সৎমা তোমার মাছটিকে মেরে ফেলেছেন আর কাঁটাগুলো গোবরের স্তুপে লুকিয়ে রেখেছেন। যাও, মাছের কাঁটাগুলো নিয়ে এসো। ওতে রয়েছে শক্তিশালী যাদু। তুমি যা চাও, তারা তা পুরণ করবে।"

A breath of wind touched her brow, and with reddened eyes Yeh-hsien looked up. The old man looked down. His hair was loose and his clothes were coarse but his eyes were full of compassion.

"Don't cry," he said gently. "Your stepmother killed your fish and hid the bones in the dung heap. Go, fetch the fish bones. They contain powerful magic. Whatever you wish for, they will grant it."

ইয়ে-শেন জ্ঞানী লোকটির উপদেশ মেনে নিল আর মাছের কাঁটাগুলো তার ঘরে লুকিয়ে রাখল। প্রায়ই সে ওগুলো বের করত আর হাতে ধরে রাখত। ওগুলোকে হাতে ধরলে মনে হত মসৃণ, ঠান্ডা ও ভারী। সবচেয়ে বড় কথা সে তার বন্ধুকে স্মরণ করত। কিন্তু কখনো কখনো সে একটা ইচছা প্রকাশ করত।

এখন ইয়ে-শেনের আছে প্রয়োজনীয় সব রকমের খাবার আর পোশাক।
এছাড়াও আছে মূল্যবান জেড পাথর আর চাঁদের মত হালকা রংয়ের মুক্তা।

Yeh-hsien followed the wise man's advice and hid the fish bones in her room. She would often take them out and hold them. They felt smooth and cool and heavy in her hands. Mostly, she remembered her friend. But sometimes, she made a wish.

Now Yeh-hsien had all the food and clothes she needed, as well as precious jade and moon-pale pearls.

শীঘ্রই প্লাম ফুলের সুবাস বসন্তের আগমনী জানান দিল। তখন ছিল বসন্ত উৎসব যখন লোকজন একসাথে হয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান জানায় আর তরুণ নারী ও পুরুষরা স্বামী ও স্ত্রী খোঁজার আশায় থাকে।
"ওহ, আমি যেতে পারলে কি ভালই না হত," ইয়ে-শেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

Soon the scent of plum blossom announced the arrival of spring. It was time for the Spring Festival, where people gathered to honour their ancestors and young women and men hoped to find husbands and wives.
"Oh, how I would love to go," Yeh-hsien sighed.

"তুমি?!" সৎবোনটা বল্ল। "তুমি যেতে পারবে না!"
"তোমার থাকতে হবে আর ফলের গাছ পাহারা দিতে হবে।"
সৎমা আদেশ দিলেন।
কাজেই এখানেই সব শেষ। অথবা এমন হত যদি ইয়ে-শেন
এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হত।

"You?!" said the stepsister. "You can't go!"
"*You* must stay and guard the fruit trees," ordered the stepmother.
So that was that. Or it would have been if Yeh-hsien had not been so determined.

তার সৎমা ও সৎবোন চোখের আড়ালে চলে যাওয়ামাত্রই ইয়ে-শেন তার মাছের কাঁটাগুলোর সামনে হাঁটুগেড়ে বসল আর তার ইচ্ছাটা বল্লো। সঙ্গে সঙ্গেই তা পুরণ হয়ে গেল।

ইয়ে-শেন সিল্কের পোশাকে সজ্জিত হল আর তার আলখেল্লা হল মাছরাঙ্গার পালকে খচিত। প্রতিটি পালক ছিল চকচকে উজ্জ্বল। আর ইয়ে-শেন যখন এদিকে সেদিকে নড়ছিল তখন প্রত্যেকটা পালক কল্পিত সব ধরণের নীল রং - গাঢ় নীল, উজ্জ্বল নীল, আসমানী নীলের দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছিল। আর পুকুরের যেখানে মাছটি থাকত সেখানে সূর্য্যের আলো নীলের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল। তার পায়ে হল সোনার জুতো। মৃদু বাতাসে আন্দলিত উইলোর মত সুন্দর দেখা যাচ্ছিল তাকে, ইয়ে-শেন চুপিচুপি বেরিয়ে গেল।

Once her stepmother and stepsister were out of sight, Yeh-hsien knelt before her fish bones and made her wish. It was granted in an instant.

Yeh-hsien was clothed in a robe of silk, and her cloak was crafted from kingfisher feathers. Each feather was dazzling bright. And as Yeh-hsien moved this way and that, each shimmered through every shade of blue imaginable – indigo, lapis, turquoise, and the sun-sparkled blue of the pond where her fish had lived. On her feet were shoes of gold. Looking as graceful as the willow that sways with the wind, Yeh-hsien slipped away.

ইয়ে-শেন যখন উৎসবের কাছাকাছি হল, তখন তার মনে হল মাটি যেন নাচের ছন্দে দুলে দুলে উঠছে। তার নাকে এল তেলে ভাজা নরম মাংস আর মশলা দেয়া উষ্ণ মদের সুগন্ধ। বাজনা, গান আর হাসির শব্দ তার কানে এল। এবং যেদিকে সে তাকায় দেখে লোকজন আনন্দে সময় কাটাচেছ। ইয়ে-শেন খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

As she approached the festival, Yeh-hsien felt the ground tremble with the rhythm of dancing. She could smell tender meats sizzling and warm spiced wine. She could hear music, singing, laughter. And everywhere she looked people were having a wonderful time. Yeh-hsien beamed with joy.

অনেকেই মাথা ঘুরিয়ে দেখল এই রূপসী বিদেশিনীকে।
"কে এই মেয়ে?" ইয়ে-শেনের দিকে গভীর চোখে
তাকিয়ে তার সৎমা অবাক হল।
"তাকে একটু ইয়ে-শেনের মত দেখা যাচেছ," হতবুদ্ধি
হয়ে ভুকুটি করে তার সৎবোন বল্ল।

Many heads turned towards the beautiful stranger.
"Who *is* that girl?" wondered the stepmother, peering at Yeh-hsien.
"She looks a little like Yeh-hsien," said the stepsister, with a puzzled frown.

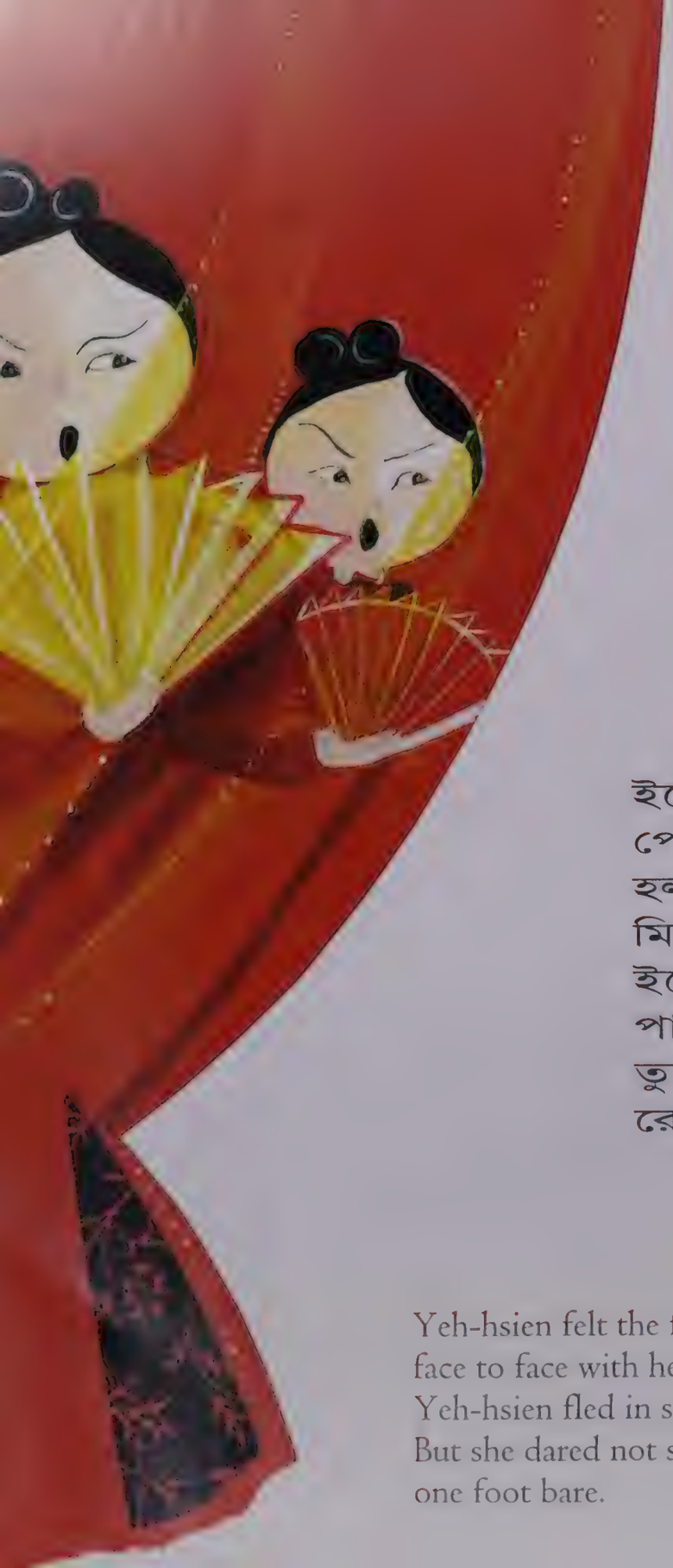

ইয়ে-শেন তাদের গভীর দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করতে পেরে ঘুরে দাঁড়ালো এবং সে তার সৎমায়ের মুখোমুখি হল। তার অন্তর-আত্মা জমে গেল এবং মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।
ইয়ে-শেন এমন তাড়াহুড়া করে পালিয়ে গেল যে তার পায়ের একটা জুতা খুলে পড়ে গেল। কিন্তু থেমে ওটা তুলে নেয়ার সাহস তার ছিল না এবং একটা পা খালি রেখে সে দৌড়ে বাড়ী ফিরে এল।

Yeh-hsien felt the force of their stares and turned around, and found herself face to face with her stepmother. Her heart froze and her smile fell.
Yeh-hsien fled in such a hurry that one of her shoes slipped from her foot. But she dared not stop to pick it up, and she ran all the way home with one foot bare.

সৎমা বাড়ী ফিরে এসে ইয়ে-শেনকে ঘুমন্ত দেখতে পান, তার হাত জড়িয়ে ছিল বাগানের একটি গাছ। কিছু সময়ের জন্য তিনি তার সৎ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তিনি জোর নিঃশ্বাসে হাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন। "হা! এটা কি কখনো আমি কল্পনা করতে পারি যে উৎসবের ঐ নারী তুমি? অসম্ভব!" কাজেই তিনি এ নিয়ে আর চিন্তা করলেন না।

আর সোনালী জুতার কি হল? ওটা লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকানো ছিল, বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গেল আর শিশির-বিন্দু দানা বেঁধে গেল।

When the stepmother returned home, she found Yeh-hsien asleep, with her arms around one of the trees in the garden. For some time she stared at her stepdaughter, then she gave a snort of laughter. "Huh! How could I ever have imagined *you* were the woman at the festival? Ridiculous!" So she thought no more about it.

And what had happened to the golden shoe? It lay hidden in the long grass, washed by rain and beaded by dew.

সকালে একটি যুবক কুয়াশার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। উজ্জ্বল সোনালী রং তার চোখে লাগল। "এটা কি?" গভীর নিশ্বাস নিয়ে সে জুতাটা তুলে নিল। "...এটি একটা বিশেষ জিনিস।"
নিকটবর্তী দ্বীপ টো'হানে সে জুতাটা নিয়ে গেল আর রাজাকে উপহার দিল।

"এই চটিজুতাটা অপূর্ব," বিস্মিত হয়ে রাজা ওটা হাতের উপর উল্টালেন। "যে রমনীর পায়ে এই জুতাটা মাপমত হবে তাকে খুঁজে পেলে আমার জন্য একজন স্ত্রী খুঁজে পাওয়া যাবে।" তার বাড়ীর সব মহিলাদের তিনি জুতাটা পায়ে দিয়ে পড়ে দেখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সবচেয়ে ছোট পায়েও তা এক ইঞ্চির মত ছোট হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন "আমি সারা রাজ্যে খুঁজে দেখবো।" কিন্তু কারো পায়েই মাপে হল না।
"যার পায়ে এই জুতা এঁটে যাবে তাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে," রাজা ঘোষণা করলেন। "কিন্তু কিভাবে?"
অবশেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

In the morning, a young man strolled through the mist. The glitter of gold caught his eye. "What's this?" he gasped, picking up the shoe, "...something special." The man took the shoe to the neighbouring island, To'han, and presented it to the king.

"This slipper is exquisite," marvelled the king, turning it over in his hands. "If I can find the woman who fits such a shoe, I will have found a wife." The king ordered all the women in his household to try on the shoe, but it was an inch too small for even the smallest foot. "I'll search the whole kingdom," he vowed. But not one foot fitted.
"I must find the woman who fits this shoe," the king declared. "But how?"
At last an idea came to him.

রাজা এবং তার কর্মচারীরা জুতাটা রাস্তার পাশে রেখে এল। তারা লুকিয়ে লক্ষ্য রাখতে লাগলো কেউ ওটা দাবী করতে আসে কিনা।
যখন একটা ছেঁড়া কাপড় পড়া মেয়ে জুতাটা চুপি চুপি নিতে আসে, রাজার লোকেরা ওকে চোর মনে করলো। কিন্তু রাজা তার পায়ের দিকে নজর রাখছিলেন।
"ওকে অনুসরণ কর," তিনি শান্ত স্বরে বলেন।

"দরজা খোল!" রাজার লোকেরা তারস্বরে চীৎকার করে ইয়ে-শেনের দরজায় আঘাত করতে লাগল। রাজা ভিতরের সবচেয়ে ছোট ঘরে খুঁজতে গেলেন এবং ইয়ে-শেনকে পেলেন। তার হাতে ছিল সোনালী জুতা।
রাজা বল্লেন "দয়া করে ওটা পরো।"

The king and his servants placed the shoe by the wayside. Then they hid and watched to see if anyone would come to claim it.
When a ragged girl stole away with the shoe the king's men thought her a thief.
But the king was staring at her feet.
"Follow her," he said quietly.

"Open up!" the king's men hollered as they hammered at Yeh-hsien's door.
The king searched the innermost rooms, and found Yeh-hsien.
In her hand was the golden shoe.
"Please," said the king, "put it on."

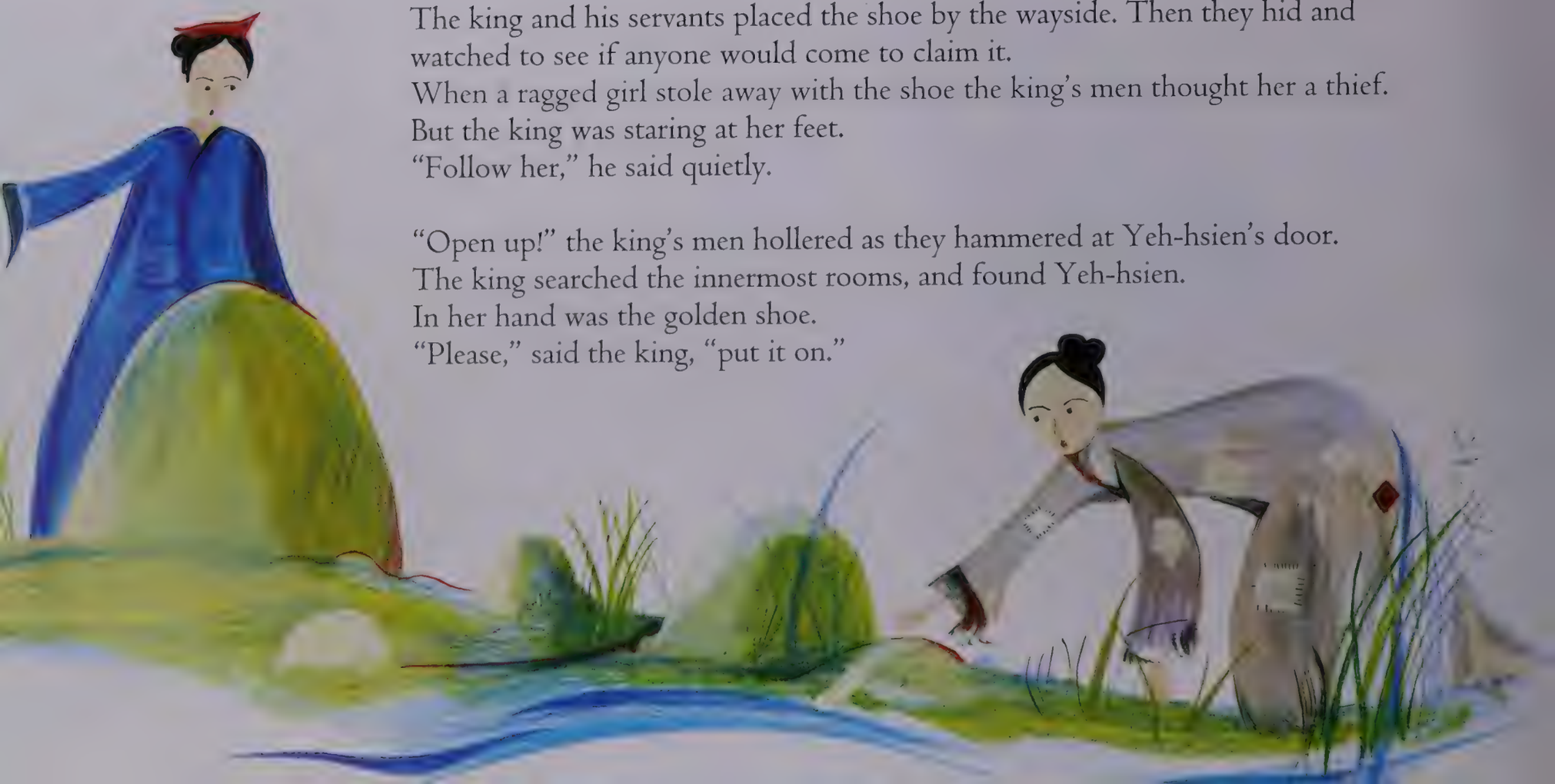

ইয়ে-শেন যখন তার লুকানোর জায়গায় গেল তখন সৎমা ও সৎবোন মুখ হা-করে ওকে দেখছিল। পালকের আলখেল্লা ও দুটো সোনালী জুতা পড়ে সে ফিরে এল। তার সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গীয়। আর রাজা জানলেন যে তিনি তার ভালবাসা খুঁজে পেয়েছেন।

কাজেই রাজার সাথে ইয়ে-শেনের বিয়ে হল। তাতে ছিল ঝাড়বাতি, পতাকা, ঘন্টা, বাদ্য আর সুস্বাদু খাবার। উৎসব চলতে থাকে সাত দিন ধরে।

The stepmother and stepsister watched with mouths agape as Yeh-hsien went to her hiding place. She returned wearing her cloak of feathers and both her golden shoes. She was as beautiful as a heavenly being. And the king knew that he had found his love.

And so Yeh-hsien married the king. There were lanterns and banners, gongs and drums, and the most delicious delicacies.
The celebrations lasted for seven days.

চাইবার মত সব কিছুই ছিল ইয়ে-শেন ও রাজার। এক রাতে তারা মাছের কাঁটাগুলো সমুদ্রের পাড়ে বালি-চাপা দিয়ে এল যেখানে সমুদ্রের ঢেউয়ে ধুয়ে যেতে পারে।

মাছটির আত্মা মুক্ত হয়ে গেল: রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে চিরদিনের জন্য।

Yeh-hsien and her king had everything they could possibly wish for. One night they buried the fish bones down by the sea-shore where they were washed away by the tide.

The spirit of the fish was free: to swim in sun-sparkled seas forever.

First published in 2006 by Mantra Lingua Ltd
Global House, 303 Ballards Lane
London N12 8NP
www.mantralingua.com

Text copyright © 2006 Dawn Casey
Illustration copyright © 2006 Richard Holland
Dual language copyright © 2006 Mantra Lingua Ltd
All rights reserved

A CIP record for this book is available from the British Library

236XL3
ADJUSTABLE LY FJACKET

The oldest version of the Cinderella story originates from China.
Befriended by a magical fish, Yeh-hsien is granted her dearest wish
- to go to the village festival where she loses a slipper...

Yeh-hsien is available in 22 dual language editions: English with Albanian, Arabic, Bengali, Chinese, Farsi, French, Gujarati, Hindi, Japanese, Kurdish, Panjabi, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Somali, Spanish, Tagalog, Tamil, Turkish, Urdu or Vietnamese.

Bengali & English isbn 978 184611 126 6

mantra lingua

KN-576-625